অধ্যায়

৭

নিয়ন্ত্রণবাদ ও সম্ভাবনাবাদ

(Determinism and Possibilism)

7.1. নিয়ন্ত্রনবাদ [Determinism]

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'নিয়ন্ত্রণবাদ' ভূগোলশাস্ত্রে এক নতুন মোড় এনে দেয়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, নিয়ন্ত্রণবাদই হল 'মানুষ-প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক' ব্যাখ্যার প্রথম বৈজ্ঞানিক তথা যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় বহাল ছিল। নিয়ন্ত্রণবাদের মূল বক্তব্য হল, মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Lewthwaite, 1966)। এই দর্শনে মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও পরিবেশকে সক্রিয় উপাদানরূপে গণ্য করা হয়। নিয়ন্ত্রণবাদীরা বিশ্বাস করেন, **মানবগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনধারা, মনোভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্ত কিছুর ওপরই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ আছে।**

7.1.1. *নিয়ন্ত্রণবাদের বিকাশ (Expansion of Determinism) :*

7.1.1.1. প্রাচীন যুগ [Ancient age] :

"নিয়ন্ত্রণবাদ"—পরিভাষাটি আধুনিক হলেও প্রাচীন যুগ থেকেই তত্ত্বটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। **হেরোডোটাস** (Herodotus) খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো শতাব্দীতে (500 bc) তাঁর লেখায় বলেন, সমস্ত ইতিহাসকে তার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা উচিত এবং সমস্ত ভৌগোলিক বিষয়কে তার পূর্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা উচিত। "all history must be treated geographically and all geography must be treated historically."

গ্রিস

হেরোডোটাসের এই বক্তব্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রণবাদের বীজকে অন্তর্নিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, সমাজের সামাজিক ইতিহাস তার চারপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শরীরতত্ত্ববিদ তথা ডাক্তার **হিপোক্রেটস্** (Hippocrates) (420 BC) তাঁর লেখায়, কোনো একটি স্থানে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে সেই স্থানের প্রাকৃতিক উপাদান, যথা—আর্দ্রতা, উচ্চতা ও ভূমিরূপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। দার্শনিক **অ্যারিস্টট্ল** (Aristotle) (384-322 BC), বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের বসবাসযোগ্যতা পৃথিবীর জলবায়ুগত অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে মোট তিনটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেন—শীতল (frigid), নাতিশীতোষ্ণ (temperate) ও অত্যুষ্ণ (torrid)।

অ্যারিস্টট্ল জলবায়ুর নিরিখে উত্তর ইউরোপীয় ও এশিয়দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। তাঁর মতে, উত্তর ইউরোপীয় দেশের জলবায়ু অতি শীতল হওয়ায় এখানকার আধিবাসীরা নির্ভীক, কিন্তু অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, ফলে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যের ওপর দখল রাখতে পারলেও, অন্য এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম। অপরপক্ষে দক্ষিণের এশিয়বাসীরা বুদ্ধিমত্তায় এগিয়ে থাকলেও সাহসিকতার অভাবে

Scanned by CamScanner

দাসত্বের স্বীকার হয়ে পড়ে। গ্রিসের অবস্থান এই দুই-এর মাঝামাঝি এবং এই কারণে অ্যারিস্টট্‌ল মনে করতেন, গ্রিসের অধিবাসীরা একদিকে যেমন পরাক্রমশালী আবার অন্যদিকে বুদ্ধিদীপ্ত যার কারণে গ্রিস ছিল সেকালের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ও অ্যারিস্টট্‌ল এই এলাকাকে পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্টতম বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সমালোচকরা, অ্যারিস্টট্‌লের এই ধারণার সমালোচনা করে বলেন, গ্রিস অ্যারিস্টটলের মাতৃভূমি হওয়ায় তিনি স্বদেশ ও দেশবাসীকে বেশি ফলাও করে বর্ণনা করেছেন।

কোনো পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় ও বৃষ্টিবহুল এলাকা সেখানকার অধিবাসীদের চরিত্রে ভিন্নতা আনে। অন্যান্য গ্রিস মনীষীদের লেখায় দেখা গেছে, বৃষ্টিবহুল পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদেহী, সুভাষী, নম্র, সাহসী বাসিন্দারা বৃষ্টিচ্ছায় এলাকায় স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেদের থেকে পৃথক চরিত্রের।

এরাটোস্থেনিস (Eratosthenes) (C. 234 BC) অ্যারিস্টট্‌ল বর্ণিত বসতি এলাকাগুলির কিছু পরিবর্তন করেন এবং একই সঙ্গে বসতি (Ecumen) স্থাপনের ওপর জলবায়ুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন।

থুসিডাইস (Thucydides), **জেনোফোন** (Xenophon) এদের কাজের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাঁদের মতে, এথেন্স নগরীর উন্নতির মূল কারণ হল—এর অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান, যা বাণিজ্যের পক্ষে সাহায্যকারী। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই নগরীর অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে ও এথেন্সের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

স্ট্র্যাবো (Strabo) (64BC-20AD) রচিত গ্রন্থ 'Geographika'তে অ্যারিস্টটলের মতাদর্শের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে এরাটোস্থেনিসের মতো তিনিও অ্যারিস্টট্‌ল বর্ণিত বসতি (Ecumen) এলাকা গুলির কিছুটা পরিবর্তন করেন। রোম নগরীর উন্নতির পিছনে প্রকৃতির আনুকূল্যকেই তিনি দায়ী করেছেন।

রোম

ইটালির আকৃতি, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সংযোগ প্রভৃতি, রোমের শক্তি ও উন্নতির জন্য কীভাবে দায়ী তার ব্যাখ্যা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। এই রোমান দার্শনিকের মতে, কোনো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ওই অঞ্চলের ঢাল, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু প্রভৃতির ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাঁর লেখায় নিয়ন্ত্রণবাদের পক্ষে সমর্থন মেলে।

ক্লডিয়াস টলেমি (Claudius Ptolemy) (200 AD)ও ছিলেন অ্যারিস্টটলের মতাদর্শের বাহক এবং তিনি পৃথিবীর বসতি এলাকা ও অক্ষাংশের মধ্যে সম্পর্ক নিরুপণ করেছিলেন।

7.1.1.2. মধ্যযুগ [Middle age; 500-1100 AD] :

ইউরোপে মধ্যযুগে বিজ্ঞানের নতুন কোনো ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়নি। প্রাচীনযুগের দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রায় একই ধরনের প্রতিফলন এযুগের বিজ্ঞানচর্চায় দেখা যায়। টলেমির দর্শন এযুগের চর্চার মূল বিষয় হয়ে ওঠে। 1138 সালে তাঁর লেখা আরবি থেকে লাটিনে ভাষান্তরিত করা হয়। এ ছাড়াও

ইউরোপ

অ্যারিস্টটলের নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণা এযুগে খ্রিস্টান ইউরোপীয়দের অন্যতম চর্চার বিষয় ছিল। নতুন দিগন্তের অভাবে ইউরোপে এ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল অন্তর্মুখী, তাই ইউরোপে এ যুগকে **"অন্ধকার যুগ"** (Dark age) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অ্যারিস্টট্‌ল বর্ণিত অত্যুষ্ণ (torrid) এলাকা বসবাসযোগ্য কিনা— এ নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হয় এ যুগে। **কার্ডিনাল পিয়ের দ্য আইলি** (Cardinal Pierre d' Ailly) পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে **জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদ** নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন, কিন্তু তিনি কোনো নিশ্চিত মতামতে পৌঁছতে পারেননি। **এয়িনিয়াস সিলভিয়াস** (Aeneas Silvius) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে অত্যুষ্ণ অঞ্চলে বসতি থাকার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। অক্ষাংশের সঙ্গে বসতির সম্পর্ক সংক্রান্ত গ্রিকদের যে মতাদর্শ, তার প্রতিফলন মধ্যযুগের অন্যতম লেখক **অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস** (Albertus Magnus)-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রিক চিন্তাধারার এক ধাপ ওপরে গিয়ে তিনি মতপ্রকাশ করেন যে, অত্যুষ্ণ অঞ্চলের কাছাকাছি

Scanned by CamScanner

এলাকায় থাকার জন্য সেখানকার লোকেদের চামড়ার রং কালো, এবং এই লোকেরা কোনো ভাবে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় চলে গেলে ধীরে ধীরে এদের গায়ের বর্ণও সাদা হয়ে যাবে।

মধ্যযুগে আরব দার্শনিকদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরব দার্শনিক তথা ভৌগোলিকদের লেখায়ও আমরা নিয়ন্ত্রণবাদ তত্ত্বের অস্তিত্ব পাই। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন—**ইবনবতুতা** (Ibn Batuta), **অল-মাসুদি** (Al-Masudi), **অল-ইদ্রিসি** (Al-Idrisi), **অল-বাত্তানি** (Al-Battani) প্রমুখ। এঁদের লেখায়ও মানুষের ক্রিয়াপদ্ধতি ও পরিবেশের মধ্যে যোগসূত্র নিরূপণ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

আরব

অল-মাসুদি (Al-Masudi) দেখিয়েছেন, শাম (সিরিয়ার পূর্বনাম) অঞ্চলে জলের প্রাপ্ততা পার্শ্ববর্তী মরুঅঞ্চলের তুলনায় বেশি হওয়ায় এখানকার লোকেরা চারপাশের অধিবাসীদের থেকে পৃথক ধরনের। শাম অঞ্চলের লোকেরা আমুদে ও কৌতুকপ্রিয়, অন্যদিকে মরুএলাকার লোকেরা বদরাগী ও মেজাজী ধরনের হয়। অর্থাৎ, পরিবেশ মানুষের চরিত্র নির্ধারণে এক অন্যতম নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করে। আবার দেখা গেছে, যে সমস্ত যাযাবর শ্রেণি খোলা আকাশের নীচে থাকে তারা একাধারে যেমন শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান আবার অন্যদিকে দৃঢ়চিত্ত ও বিচক্ষণও হয়ে থাকে।

অন্যতম প্রাচীন মুসলিম পণ্ডিত **ইবন-হকল** (Ibn-Hawqal) আফ্রিকার উপকূল বরাবর 20° দক্ষিণ-অক্ষাংশ পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণকালীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন গ্রিকরা যে সমস্ত এলাকাকে জনবসতিহীন বলে দাবি করেছিল সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট জনবসতি যুক্ত। পরবর্তীকালে **ইবন-বতুতা** (Ibn-Batuta)ও তাঁকে সমর্থন করেন।

অল-ম্যাকডিসি (Al-Maqdisi) 985-এ পৃথিবীকে চোদ্দোটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেন এবং এসব অঞ্চলে মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কেও তিনি বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষত অত্যুষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় মানুষের কার্যাবলী কীভাবে জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

1030 সালে ভারতবর্ষের ওপর লিখিত **অল-বিরুণীর** (Al-Biruni) লেখা কিতাব-অল-হিন্দ (Kitab-al-Hind)-এ ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করেন।

ইবন-সিনা (Ibn-Sina) ওরফে **অ্যাভিসেনা** (Avicenna)-র চিন্তাধারায় **আদর্শবাদী নিয়ন্ত্রণবাদ** (idealistic determinism) ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে, প্রকৃতির নিয়মেই পৃথিবীর ভূদৃশ্যাবলীর (landscapes) পরিবর্তন ঘটে।

ইবন-খালদুন (Ibn Khaldun) হলেন শেষ মধ্যযুগীয় মুসলিম পণ্ডিত যিনি নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। 1377 সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ মুকদ্দিমা ('Muqaddimah')-তে জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদের স্বপক্ষে মতামত দেন। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের মতো তিনিও মনে করতেন কৃষ্ণবর্ণের মানুষেরা নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বসবাস শুরু করলে তাদের গায়ের বর্ণও সাদা হয়ে যাবে ও তাদের পরবর্তী বংশধরের গায়ের বর্ণও সাদা হবে। যাযাবর সংস্কৃতির উদ্ভবের পিছনে তিনি মরু এলাকার জলবায়ুকেই দায়ী করেছেন। পরবর্তীকালে অনেকে মনে করেন যে, **ইবন-খালদুন**-ই প্রথম পণ্ডিত যিনি মূলত মানুষ-প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

7.1.1.3. রেনেসাঁস যুগ [1400-1600] :

পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণাটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে পৃথিবীর নিত্যনতুন জায়গায় অনুসন্ধান, আবিষ্কার, ভ্রমণ, অভিযান প্রভৃতির ফলে নতুন নতুন তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণবাদ ভিত্তি করে ধারণাটি আরও জোরালো হতে থাকে। 1624 সালে ইটালির ওপর লেখা **ক্লুভেরিয়াস** (Cluverius) রচিত ছয় খণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানুষের চরিত্র কীভাবে জলবায়ু দ্বারা নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ব্রিটিশ পণ্ডিত **নাথেনিয়েল কার্পেন্টার** (Nathaniel Carpenter)-এর লেখায় প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 1566 সালে **জিন বডিন** (Jean Bodin)

TE 7S
MOUSUMI

Scanned by CamScanner

প্রাকৃতিক পরিবেশের নিরিখে উত্তর ও দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। উত্তরের লোকেরা নির্মম, বর্বরোচিত ও উদ্যমী, অপরদিকে দক্ষিণের অধিবাসীরা ধূর্ত, প্রতিহিংসাপরায়ন প্রকৃতির। এর মাঝামাঝি নাতিশীতোষ্ণ এলাকার বাসিন্দা উত্তরের থেকে বেশি প্রতিভাবান, দক্ষিণের লোকেদের থেকে প্রাণচঞ্চল ও কর্মশক্তিতে ভরপুর। এ কারণে, এরা একাই আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম।

চিত্র 7.1 : মন্তেস্কু

ফরাসি পণ্ডিত **মন্তেস্কু** (Montesquieu) রচিত গ্রন্থ 'The spirit of the laws'-তেও নিয়ন্ত্রণবাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক সামাজিক এবং পরিবেশগত অবস্থার সাপেক্ষে কীভাবে মানুষের সংস্কৃতি, আইন-কানুন, প্রথা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা এই গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উষ্ণ জলবায়ুর অধিবাসীদের তুলনায় শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী হয়। এরা কম সন্দেহপ্রবণ ও সরলসিধে প্রকৃতির। অন্যদিকে উষ্ণ জলবায়ুর অধিবাসীরা কর্মবিমুখ, ভীরু ও শারীরিকভাবে দুর্বল ধরনের হয়ে থাকে। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উষ্ণ এলাকায় বসবাস স্থাপন করলে ধীরে ধীরে তাদের চরিত্রে ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে।

ভৌগোলিক পরিবেশ বিশেষত জলবায়ু ও মৃত্তিকা কীভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কেও মন্তেস্কুর লেখায় চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (Carrithers, 1995)। মন্তেস্কুর মতে সাধারণত উৎপাদনশীল দেশে রাজতন্ত্র, অনুর্বর এলাকায় প্রজাতন্ত্র ও শুষ্ক-রুক্ষ মৃত্তিকায় গণতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে, পরবর্তীকালে মন্তেস্কুর লেখায় 'সম্ভাবনা' (Possibilism)-বাদের ধারণাও পাওয়া যায়।

7.1.1.4. অষ্টাদশ শতক [Eighteenth Century] :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিয়ন্ত্রণবাদের খুব একটা উন্নতি দেখা যায় না, কারণ এ সময় ভূগোল ছিল মূলত বর্ণনা মূলক। **কান্ট** (Immanuel Kant, 1724-1804) ছিলেন এ যুগের অন্যতম নিয়ন্ত্রণবাদী ভৌগোলিক। তিনি হল্যান্ডের অধিবাসীদের অর্ধনিমীলিত আঁখি পল্লব গঠনের পিছনে সেখানকার পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। হল্যান্ডবাসীরা তাদের মাথা পিছন দিকে না হেলানো পর্যন্ত সামনের বস্তু দেখতে পায় না, এর কারণ হল মাছির অতিরিক্ত উপদ্রবের জন্য তাদের আঁখি পল্লব অভিযোজিত হয়ে অর্ধনিমীলিত হয়ে গেছে। মানুষের দৈহিক গঠনের ওপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে কান্টের ব্যাখ্যা যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি দেখিয়েছেন, উষ্ণ জলবায়ুর বাসিন্দারা ভীতু প্রকৃতির হওয়ায় ক্রমশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও উষ্ণ জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাববসত কম পরিশ্রমী হওয়ায় দাসত্ব এদের স্বাভাবিক পরিণতি হয়। পরিবেশের প্রভাব তিনি জীবজগতের ওপরও লক্ষ্য করেন। এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে গমন করলে নতুন পরিবেশ দ্বারা প্রাণী পুনরায় প্রভাবিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি খয়েরি রঙের কাঠবেড়ালি প্রজাতির উল্লেখ করেন, যারা সাইবেরিয়ায় পরিব্রাজন করার পর গায়ের বর্ণ ধূসরে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়াভাগে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বা সমাজতত্ত্ববিদের লেখায় নিয়ন্ত্রণবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **স্টকিং**(Stocking)-এর, মতে এই সময় জাতিতত্ত্ববিদদের (Ethnologist) লেখায় জাতিবিন্যাসের সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

7.1.1.5. উনবিংশ শতক [Nineteenth Century] :

উনবিংশ শতকে ভূগোলকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রূপে গণ্য করা শুরু হয়। **কার্ল রিটারের** (Karl Ritter) দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নৃতত্ত্বকেন্দ্রিক। তাঁর গবেষণামূলক কাজের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ** (Geographical determinism) ধারণার সূত্রপাত ঘটে। রিটার বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতির উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে কৌতুহলী ছিলেন। তিনি তাঁর লেখায় আফ্রিকা কালো মানুষের দেশ, ইউরোপ 'শ্বেতাঙ্গ' ও এশিয়াকে 'তামাটে বর্ণের লোকেদের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

Scanned by CamScanner

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক কাঠামো, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, জনঘনত্ব প্রভৃতির কীরকম পরিবর্তন ঘটছে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, মরুভূমির প্রত্যক্ষ প্রভাব, তুরস্কের লোকেদের সংকীর্ণ আঁখি পল্লব হওয়ার কারণ।

জার্মান

আধুনিক ভূগোলের অন্যতম পথিকৃত জার্মানির **হামবোল্ডের** (Humboldt) কাজের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণবাদের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সমভূমি ও পার্বত্য এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রায় পার্থক্যের কারণ হিসেবে তিনি এই দুই স্থানের বিপরীতধর্মী প্রাকৃতিক পরিবেশকে দায়ী করেন।

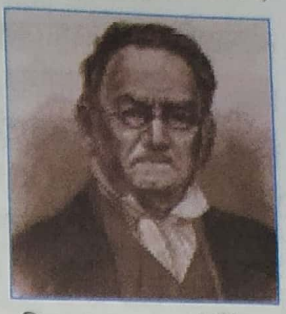

চিত্র 7.2 : কার্ল রিটার

ফরাসি

উনবিংশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ **ফ্রেডরিক লেপ্লে** (Frederic Le Play 1879)-র ধারণায় নিয়ন্ত্রণবাদের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ইউরোপীয়দের বিকাশ ঘটে। বিস্তীর্ণ স্টেপ তৃণভূমি, সামুদ্রিক তটভূমি ও বনভূমি এলাকা— এই তিনটি পৃথক ভৌগোলিক এলাকাতে পৃথক পৃথক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। **বিস্তীর্ণ স্টেপ তৃণভূমিতে** পিতৃতান্ত্রিক যাযাবর সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ইউরোপের মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ **সামুদ্রিক তটভূমিতে** গড়ে ওঠা স্থায়ী পরিবারগুলিতেও পিতৃতান্ত্রিকতা লক্ষ্যণীয়। কারণ এখানে বাবা-মা ও অন্যান্য অবিবাহিত ভাইবোনদের নিয়ে গঠিত পরিবারগুলিতে জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী। বৈচিত্র্যময় **অরণ্য এলাকায়** মৃত্তিকার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, ফলে এখানকার পরিবারগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। পরবর্তীকালে এদের বেশিরভাগ অধিবাসী আমেরিকায় পরিব্রাজন করে (Dickinson, 1969)। এভাবে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কার্যাবলী, পরিবার ও অবস্থানের (Work, family and place) সম্পর্ক নিরূপণ করেন।

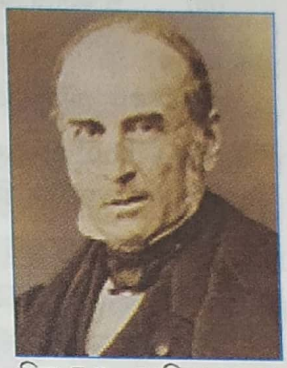

চিত্র 7.3 : ফেড্রিক লে প্লে

এডমন্ড ডেমোলিনস্ (Edmond Demolins) লেপ্লে-এর শিষ্য ছিলেন এবং একই পথে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবারের সামাজিক সংগঠন, কার্যাবলী প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 1901 ও 1903 সালে দুখণ্ডে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন মানবজাতি (race) ও সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এশিয়ার তৃণভূমি এলাকায় মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠী, সাইবেরিয়া ও আমেরিকার তুন্দ্রা এলাকার ল্যাপ্ ও এস্কিমো জাতি, আমেরিকায় সাভানা তৃণভূমিতে রেড ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার বনভূমি এলাকায় নিগ্রো জাতি প্রমুখ।

ডেমোলিনস্ খুব সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, তৃণভূমি এলাকায় প্রধান জীবিকাই হল পশুপালন, যার মধ্যে অন্যতম হল '**ঘোড়া**' (horse) প্রতিপালন। এই ঘোড়া স্টেপ (Steppe) অঞ্চলের মানুষের জন্য বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। একদিকে এরা যেমন খাদ্যের জোগান দেয়, অন্যদিকে মানুষের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। এই গতিশীলতার ফলে তাদের কর্মক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত হতে থাকে একই ভাবে পরিবারের সঙ্গে যোগসূত্রও অটুট থাকে, ধর্মীয় সংহতি বজায় থাকে। আবার কখনো কখনো গতিশীলতার বলে বলীয়ান হয়ে চেঙ্গিস খানের মতো যোদ্ধাও তৈরি করে। এভাবে বর্হিজগতে মানুষের কার্যকলাপের গুরুত্ব বাড়ে এবং গতিশীল এই কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা স্টেপ এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

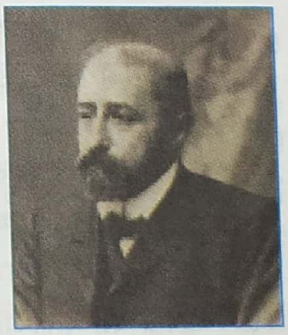

চিত্র 7.4: এডমন্ড ডেমোলিনস্

ভিক্টর কাজিন (Victor Cousin) তাঁর লেখায় বলেন, তাঁকে যদি কোনো দেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানচিত্র দেওয়া হয়, তাহলে তা বিশ্লেষণ করে সেই দেশের মানুষের চরিত্র, ইতিহাসে সেই দেশ কী কার্যকর ভূমিকা নেবে প্রভৃতি তিনি বলে দিতে পারেন (Febre, 1932, P-10)।

NOTE 7S BY MOUSUMI

Scanned by CamScanner

7.1.1.6. ডারউইন পর্ব (Darwin Chapter) :

ডারউইনের মতাদর্শ নিয়ন্ত্রণবাদ দর্শনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। কারণ এর আগে নিয়ন্ত্রণবাদী ঘটনাগুলিকে **পরমোদ্দেশ্যবাদ** (teleology)-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু ডারউইনিয়ান ধারণায় ঘটনাগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব হল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নিয়ন্ত্রণবাদ দর্শনে ডারউইনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ডারউইনের মতাদর্শের মূল ধারণা ছিল তিনটি—

আমেরিকা

(i) **বিবর্তন বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনঃ** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সরল থেকে ক্রমশ জটিল পরিবর্তন ঘটে।

(ii) **প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সংগ্রাম** (Natural selection and struggle) : যেখানে প্রতিযোগিতা আছে সেখানে কেবল যোগ্য এবং শক্তিশালী প্রাণিই টিকে থাকে, দুর্বলরা স্বাভাবিকভাবে হেরে যায়।

(iii) **সম্প্রদায় ও জীবসত্তা** (Association & Organism) : বাস্তুতন্ত্রের একটি অংশ হল মানুষ।

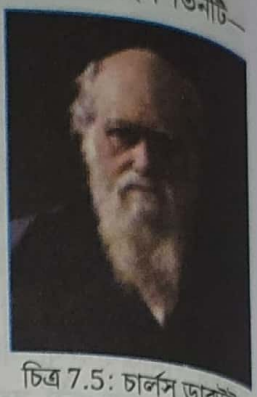

চিত্র 7.5: চার্লস ডারউইন

আমেরিকান ভৌগোলিক **উইলিয়াম মরিস ডেভিস** (William Morris Davis)-এর 1899 সালে প্রদত্ত ক্ষয়চক্র (Cycle of erosion) ধারণার ডারউইনের প্রথম নম্বর ধারণাটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় (Vale, 2002)। বিজ্ঞানীরা মানবজাতির বিবর্তনের ব্যাখ্যাতেও এই ধারণার প্রয়োগ করেন।

1869 সালে **হেকেল** (Haeckel) ডারউইনের 'সম্প্রদায় ও জীবসত্তা' (association and organism) ধারণার সাহায্যে বাস্তুতন্ত্রের (Ecology) ধারণা দেন।

ডারউইনের **'নির্বাচন ও সংগ্রাম'** (Selection and Struggle) -এর প্রথম যথাযোগ্য ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ব্রিটিশ দার্শনিক **হার্বার্ট স্পেনসার** (Herbert Spencer) (1820-1903) -এর দৃষ্টিভঙ্গিতে—

ব্রিটিশ

যা **সামাজিক ডারউইনবাদ** (Social Darwinism) নামে পরিচিত। স্পেনসারের মতে, অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মনুষ্য সমাজের যথেষ্ট মিল আছে। প্রাণীদের যেমন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়,—মনুষ্য সমাজকেও নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে চলতে হয়।

সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism)

হার্বার্ট স্পেনসার এবং ফ্রেডরিক র‍্যাটজেলের মতে অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষকে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য লাভই করতে হয় এবং নির্দিষ্ট পরিবেশের সাথে অভিযোজন করে চলতে হয়। এই ধারনাকে সামাজিক ডারউইনবাদ বলে। এই অভিযোজনের প্রকৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।

হেনরি বাক্‌লে (Henry Buckle) **পরিবেশবাদের** (Environmentalism) অন্যতম রূপকার ছিলেন। দুখণ্ডে প্রকাশিত (Vol-I—1857, Vol-II—1861) তাঁর গ্রন্থ History of Civilization in England-এ তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকায় যেসব নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ হল উর্বর মৃত্তিকা, অপরদিকে ইউরোপের ক্ষেত্রে জলবায়ু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কায়িক পরিশ্রম ক্ষমতা জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। অতিরিক্ত গরম মানুষের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে। আবার স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকাল ও দীর্ঘশীতল ঋতু কর্মক্ষমতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং মানুষকে শৃঙ্খলাহীন করে তোলে ফলে কোনো কাজ মানুষ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। একইভাবে জলবায়ু ও পারিশ্রমিককেও সম্পর্কযুক্ত করা যায়। **বাকলের মতে**, ভারতবর্ষের জলবায়ু ও উর্বর মৃত্তিকা ঘন জনবসতির সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মাথাপিছু পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম। এ ছাড়াও তাঁর মতে, সম্পদের অসম বন্টন, ক্ষমতা বন্টনে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের উপর প্রভাবও এক-এক স্থানে এক-এক রকমের হয়। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষ মেক্সিকো, পেরু, মিশর প্রভৃতি দেশ, যেখানে প্রকৃতি, মানুষের ওপর অধিক প্রতিপত্তি দেখায় সেখানে আবার ধর্মীয় গোঁড়ামি বেশি।

Scanned by CamScanner

মনুষ্যসমাজের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রয়োগকে **সামাজিক ডারউইনবাদ** বলে।

জার্মান ভৌগোলিক **ফেড্রিক র‍্যাটজেল** (Friedrich Ratzel 1844 - 1904) **প্রণালীবদ্ধ মানবীয় ভূগোল**-এর প্রবক্তা ছিলেন ও ডারউইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। র‍্যাটজেলকে মূলত **নতুন নিয়ন্ত্রণবাদ** (New Determinism)-এর স্রষ্টারূপে অভিহিত করা হয়। তিনি ভূগোলে ধ্রুপদী নিয়ন্ত্রণবাদ (Classical Determinism)-এর অবসান ঘটিয়ে **সামাজিক ডারউইনবাদ** (Social Darwinism)-এর অবতারণা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ **অ্যানথ্রোপোজিওগ্রাফি** (Anthropo-geographie)-তে সমাজের সংস্কৃতিকে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলশ্রুতি রূপে গণ্য করেছেন। 1882 সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ অ্যানথ্রোপোজিওগ্রাফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার বন্টনের কারণ পর্যালোচনা। 1891 সালে অ্যানথ্রোপোজিওগ্রাফির দ্বিতীয় খণ্ডে জনসংখ্যার বন্টন, জনবসতির আকৃতি; পরিব্রাজন, সংস্কৃতির ব্যাপন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয় (Dickinson, 1969)।

জার্মান

তাঁর মতে, একই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে একই ধরনের জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে ("Similar locations, lead to similar mode of life.")। এর স্বপক্ষে তিনি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, উভয় দেশই দ্বীপীয় অবস্থানের ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত। ফলে এদের উন্নতির হারও দ্রুত। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণায় কোনো এলাকার উন্নতির মানের পিছনে সেই এলাকা ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ডারউইনবাদে বিশ্বাসী র‍্যাটজেল নানান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কোনো এলাকার অবস্থান (location) ও ওই এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physical features) সেখানকার মানবজাতির ইতিহাস, জীবনধারণের প্রকৃতি (mode of life) ও উন্নতির পর্যায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ডারউইনের 'নির্বাচন ও সংগ্রাম' ধারণাটি **র‍্যাটজেল** তাঁর **রাজনৈতিক ভূগোল** (Political Geography)-তে ব্যবহার করেন এবং ভূগোলে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন। 1896 সালে রাজনৈতিক দেশের দৈশিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত **লেবেনস্‌রাম** (labensraum)-এর ধারণা প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতে যেমন নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে স্থানের জন্য যেমন সংগ্রাম দেখা যায়, ঠিক তেমনই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক জাতির পরস্পরের মধ্যে ভূখণ্ড দখলের জন্য লড়াই হয়ে থাকে। ("Just as the struggle for existence in the plant and animal world always centres around a matter of space, so the conflicts of nations are in great part only struggles for terriotory.")

1897 সালে র‍্যাটজেলের অপর এক বিখ্যাত গ্রন্থ **পলিটিস্‌ জিওগ্রাফিক** (Politische Geographic)-তেও নিয়ন্ত্রণবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এখানে তিনি **দেশ** (State)-কে জৈবিকসত্ত্বা হিসেবে প্রকাশ করেন, যা নিজ দেশবাসীর স্বার্থে আরও বেশি এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সদা সচেষ্ট। এরূপ জৈবিকসত্ত্বা বিশিষ্ট দেশকে র‍্যাটজেল **লেবেনস্‌রাম** (Lebensraum or Living space) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আচরণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কোনো নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে কোনো দেশের বিবর্তন ও বৃদ্ধি প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভরশীল।

রাশিয়ার ঐতিহাসিক **সারগে সোলোভেব** (Sergey Soloveyv) এর মতে, দেশের প্রকৃতি জাতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। **ভাসিলি ক্লিচভেস্কি** (Vasily Klyuchevsky) রাশিয়ার অধিবাসীদের ওপর বনভূমি, স্টেপ তৃণভূমি ও নদীর প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা করেন। তাঁর মতে, রাশিয়ার অধিবাসীদের জীবনশৈলীর ওপর এর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা প্রভাব আছে। তবে রাশিয়ার পণ্ডিতরা র‍্যাটজেল বা স্পেনসারের মতো **চরম নিয়ন্ত্রণবাদ** (Absolute Determinism)-কে সমর্থন করতেন না।

রাশিয়া

Scanned by CamScanner

7.1.1.7. বিংশ শতক [Tweentieth Century] :

পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ [Environmental Determinism] : 1902 সালে ডেভিস (William Marris Davis) সত্তাতত্ত্ব (Ontology)-এর ধারণা দেন যা ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সংগ্রাম' ধারণার প্রকারান্তর মাত্র। ডেভিসের এই সত্তাতত্ত্ব চরম নিয়ন্ত্রণবাদের প্রতিফলন হিসেবে বিংশশতকের প্রথমার্ধে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রণবাদী ভূমিকা নেন ডারউইন-র‍্যাটজেল ঐতিহ্য সম্পন্না আমেরিকার ভৌগোলিক এলেন চার্চিল সেম্পল (Ellen Churchil Semple) (1863-1932)। 1911 সালে তাঁর গ্রন্থ 'Influence of Geographic Environment' দ্বারা তিনি 'অ্যানথ্রোপোজিওগ্রাফিতে' বর্ণিত র‍্যাটজেলের মতাদর্শকে ইংরেজিভাষী দেশে প্রচার করেন। এ ছাড়াও 1905 সালে (মতান্তরে 1903 সালে) রচিত তাঁর গ্রন্থ "American History and its Geographic Conditions"-র মাধ্যমেও তিনি আমেরিকায় প্রকৃতিবাদ (Environmentalism) প্রচারের উদ্যোগ নেন।

আমেরিকান

সেম্পল্ তাঁর গ্রন্থ "Influence of Geographic Environment"-এর প্রথম পরিচ্ছদ শুরু করেন মানুষকে পৃথিবীর সন্তানরূপে বর্ণনা করে। মা যেমন তার সন্তানকে লালন পালনের মাধ্যমে নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে সঞ্চার করে, ঠিক একইভাবে প্রকৃতি, তার মধ্যে বসবাসকারী মানুষকেও নিজগুণে সমৃদ্ধ করে। মা যেমন তার শিশুকে ভবিষ্যৎ পথ চলার জন্য শিক্ষা দেয়, তার সামনে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জীবন সংগ্রামের জন্য তৈরি করে, একই ভাবে আমাদের প্রকৃতিও মাঝে মাঝে আমাদের কঠিন সমস্যায় ফেলে আবার তার সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়ে দেয়। এভাবে প্রকৃতি মাতৃস্নেহে আমাদের বাহুবল ও বুদ্ধিমত্তাকে উন্নত করে।

> "Man is a product of the earth's surface. This means not merely that he is a child of the earth, dust of her dust; but that earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits ....."
>
> – E. C. Semple, 1911

পার্বত্য এলাকার বন্ধুর প্রকৃতি, সেখানকার অধিবাসীদের পায়ের পেশিকে মজবুত করেছে। আবার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার লোকেদের পায়ের পেশি দৃঢ় নয় কিন্তু সাঁতার ও নৌকা পরিবহণের ফলে তারা উন্নত বাহুবল ও চওড়া বুকের ছাতিসম্পন্ন। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আচরণগত পার্থক্যের কারণও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। পার্বত্য এলাকায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এখানকার অধিবাসীরা অতিরিক্ত সংরক্ষণশীল প্রকৃতির। এরা নিজেদের বদলাতে চায় না, শুধু তাই নয় নতুন নতুন আবিষ্কারেরও পরিপন্থী। নিজেদের পুরোনো চিন্তাধারাকে তারা আঁকড়ে রাখে। এর ফলে এরা গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সন্দেহপ্রবণ চরিত্রের। এরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, বাইরের লোকের কোনো সমালোচনা এরা সহ্য করতে পারে না। এদের ধর্মীয় বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ও পরিবারের সঙ্গে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াই এদের পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, দূরদর্শী ও সৎ হিসেবে তৈরি করেছে।

অপরদিকে উত্তর ইউরোপের সমভূমি এলাকার লোকেরা প্রাণবন্ত, চিন্তাশীল, সংযত, কম আবেগ প্রবণ ও সজাগ প্রকৃতির হয়। ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা হাসিখুশি, রঙ্গপ্রিয় আমুদে, কল্পনাপ্রবণ ও উদার প্রকৃতির। কারণ এই পরিবেশে জীবনধারণ অনেক সহজ। নিরক্ষীয় এলাকার নিগ্রোরা আবার পরিবেশের প্রতিকূলতার শিকার। ভূমধ্যসাগরের কৃষ্ণাঙ্গ ও কালো কেশযুক্ত ইউরোপীয় জাতির একটি শাখা হল শ্বেতাঙ্গ-স্বর্ণকেশী জার্মান জাতি। জলবায়ু বিশেষ করে উষ্ণতার পার্থক্যই এদের ভিন্নতার জন্য দায়ী। একই জাতির একই নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় উত্তর ও দক্ষিণের বাসিন্দাদের মধ্যে এরূপ বিভেদের মূল কারণ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য।

সেম্পলের সময় থেকে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণা **পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ** (Environmental Determinism) নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন-পূর্ব সময়ে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণাটিকে পরমকারণবাদ বা পরমোদ্দেশ্যবাদ (teleology) দর্শনে ব্যাখ্যা করা হত, পরিবেশের পিছনে যেন ঈশ্বরই মনুষ্য সমাজকে

Scanned by CamScanner

নিয়ন্ত্রণ করছে—এরূপ ধারণা ছিল। ডারউইনের গ্রন্থ 'On the Origin of Species' (1859) এর প্রকাশের পরে নিয়ন্ত্রণবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুরু হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে **পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ** (Environmental Determinism) শব্দটির সূত্রপাত ঘটে।

জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদ [Climatic Determination] : **ই.জি. ডেক্সটর** (E.G. Dexter) (1868-1918) 1904 সালে আবহাওয়ার প্রভাব বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা লব্ধ গবেষণা চালান যা পরবর্তীকালীন গবেষকদের প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিজে **জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদ** (Climatic determinism)-এ বিশ্বাসী ছিলেন। নিউইয়র্ক, কলোরাডো ও ডেনভার (Denver)-এ তিনি একাধারে দৈনিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, রৌদ্রোজ্জ্বলতা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন, আবার একই সঙ্গে মানুষের ব্যবহার সংক্রান্ত উপলব্ধিগত সমীক্ষা (perception survey)-ও চালান। গবেষণার শেষে দেখা যায় আবহাওয়ার সঙ্গে মানুষের অপরাধমূলক কাজকর্ম, আত্মহত্যা, চালচলন প্রভৃতির তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

এলস্ওয়ার্থ হান্টিংটন (Ellsworth Huntington) (1874-1947)ও জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি এলাকা থেকে মঙ্গোলদের বেরিয়ে এসে ভারত, চিন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রবেশ করার সঙ্গে ঐতিহাসিক খরা কবলিত সময়গুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, যখন খরার প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে মঙ্গোলদের তৃণভূমি এলাকা শুষ্ক হয়ে যায় তখন এরা বাঁচার তাগিদে ছড়িয়ে পড়ে পারিপার্শ্বিক অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী দেশগুলিতে। 1907 সালে তাঁর লেখা 'The Pulse of Asia' গ্রন্থে তিনি তাঁর এই মত প্রকাশ করেন।

1915 সালে প্রকাশিত তাঁর অপর এক গ্রন্থ "Civilization and Climate" -এ তিনি সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিরূপণ করেন। তিনি মনে করেন, যে সব এলাকার উষ্ণতা একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকে এবং আবহাওয়া যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সেই এলাকা নগরসভ্যতার চরম উন্নতির সহায়ক। তাঁর মতে, যেসব এলাকার উষ্ণতা প্রায় 20°C-এর কাছাকাছি থাকে ও আবহাওয়া স্বততঃ পরিবর্তনশীল সেখানে মানুষের দৈহিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা সর্বাধিক হয়ে থাকে। এরূপ জলবায়ু উত্তর-পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (New England) ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবেও দেখা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই দুই দেশই উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। এই নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত সম্বন্বিত এলাকাটি আবহাওয়ার একঘেয়েমিকে কাটিয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অপরদিকে ক্রান্তীয় এলাকার অতিরিক্ত উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু মানুষকে অলস, কর্মবিমুখ, অন্তর্মুখী ও সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। ফলে অনুন্নতি এদের ভবিতব্যে পরিণত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের একঘেঁয়ে বৃষ্টিবহুল উষ্ণ জলবায়ুও সভ্যতার উন্নতির পরিপন্থী। **হান্টিংটন** পৃথিবীকে জলবায়ুর নিরিখে রুক্ষ (harsh) ও মৃদু (mild) এই দুটিভাগে ভাগ করেন এবং চিহ্নিত করেন।

প্রাচীনকালের মেসোপটেমিয়া, মিশরীয়, চৈনিক, সিন্ধু প্রভৃতি সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল উর্বর ও মৃদু জলবায়ুযুক্ত এলাকায়। তিনি নিজবাসভূমিকে (যা উত্তর-পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত) সর্বোত্তম জলবায়ু এলাকার অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করেছেন। কিছু উত্তর আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানদের সহযোগিতায় তিনি একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন, যেখানে দেখানো হয়েছিল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অধীনেই উন্নত স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। যদিও অ্যারিস্টটলের মতোই এই মানচিত্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

1945-এ লেখা তাঁর গ্রন্থ "The Principles of Human Geography"-তেও জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। ওই একই বছরে (1945) তাঁর লেখা শেষ বই "Mainspings of Civilization"-এ তিনি মানুষের কর্মদক্ষতার নিয়ন্ত্রক রূপে জলবায়ুর সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাসকেও একই গুরুত্ব দিয়েছেন।

ডেভিস (W.M. Davis)-এর সমকালীন আমেরিকার অপর এক ভৌগোলিক **অ্যালবার্ট পেরি ব্রিগহ্যাম**

Scanned by CamScanner

(Albert Perry Brigham) নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পর্কে কিছুটা নরম মনোভাব পোষণ করতেন। 1903 সালে নিয়ন্ত্রণবাদ ধারণা সমন্বিত "Geographic Influence in American History" নামে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে কোনো সাধারণ মন্তব্যে উপনীত হওয়ার আগে ভৌগোলিকদের উচিত যথেষ্ট পরিমাণে তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো। জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে সাধারণীকরণ মন্তব্যেরও তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, জলবায়ুর সঙ্গে আরও অনেকগুলি উপাদান একসঙ্গে কাজ করে। তাই শুধুমাত্র জলবায়ুকে প্রকৃতির প্রভাব হিসেবে গণ্য করলে ভুল সিদ্ধান্ত সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, চামড়ার রং প্রভৃতির ওপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত সাধারণীকরণ মন্তব্যের তিনি সমালোচনা করেন।

রাজনীতি ও নিয়ন্ত্রণবাদ [Politics and Determinism] : **স্যার হ্যাফোর্ড জে ম্যাকিন্ডার** (Sir Halford J. Mackinder) ডারউইনবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। 1904 সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ "The Geographical Pivot of History"-তে তিনি ডারউইনের 'নির্বাচন ও সংগ্রাম'-এর ধারণাটি ব্যবহার করেন।

ব্রিটিশ

পিভট এলাকাটি সুরক্ষিত কারণ এর চারপাশে প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে, শুধুমাত্র ইউরাল পর্বত ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী স্টেপ এলাকা ছাড়া। এই স্টেপ অঞ্চলই একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে পিভট অঞ্চলে সহজে প্রবেশ করা যায় এবং তখন ঘোড়া বা উট ছিল একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে স্টেপ এলাকায় মধ্য দিয়ে পিভট অঞ্চলে প্রবেশ ছিল সহজ।

1919 সালে তাঁর পরবর্তী লেখা "Democratic Ideals and Reality"-তে তিনি '**হার্টল্যান্ড**' (Heart land)-এর ধারণা দেন। তিনি মনে করেন, হার্টল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই, যে দেশের পূর্বইউরোপের ওপর দখল থাকবে সেই একমাত্র এই হার্টল্যান্ডকে শাসন করতে পারবে আবার যে দেশ হার্টল্যান্ডকে শাসন করবে সেই দেশের সারা পৃথিবীর ওপর কতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে ("Who rules East Europe.....commands the world.")।

খাদ্যাভ্যাসগত নিয়ন্ত্রণবাদ [Food Habit Related Determinism] : মৃত্তিকা ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ কীভাবে স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনের ওপর বিস্তার করে তা **কার্ল ম্যাকে** (Karl Mackey) তাঁর গবেষণায় পরিস্ফুট করেন। তিনি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের একেবারে উত্তরে অবস্থিত সেটল্যান্ড দ্বীপের উদাহরণ দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে খর্বাকৃতি ঘোড়া (টাট্টু ঘোড়া) যাদের গড় উচ্চতা মাত্র 3 ফুট তা এখানে পাওয়া যায়। এদের এক 'বিশেষ জাতের ঘোড়া' বলে গণ্য করা হত। বাণিজ্যের জন্য কিছু ঘোড়াকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। আমেরিকায় ওইসব ঘোড়ার পরবর্তী বংশধরেরা ক্রমশ উচ্চতায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতের ঘোড়াদের উচ্চতায় পৌঁছায়-এর থেকে বোঝা যায় যে ঘোড়াগুলি কোনো পৃথক জাতের ছিল না, পরিবেশের প্রভাবের ফলে এদের দৈহিক আকার খর্বাকৃতি হয়। একই রকম উদাহরণ চীনা ও জাপানিদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যে সমস্ত অল্পবয়স্ক চীনা ও জাপানিরা ইউরোপ বা আমেরিকায় স্থানান্তরিত হয়েছে, তাদের পরবর্তীকালে উচ্চতা ও ওজোন উভয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে। আফ্রিকার পিগমী জাতির যে সমস্ত লোকেরা কৃষিসমৃদ্ধ ও পশুপালনযুক্ত সমতল এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেছে, তাদের দৈহিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। এরা আগের থেকে দীর্ঘদেহী সম্পন্ন হয়েছে।

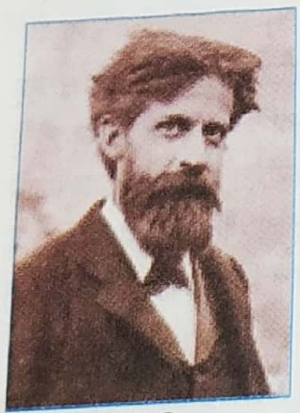
চিত্র 7.6 : পেত্রিক গেড্‌স্

পেত্রিক গেড্‌স্ (P. Geddes) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে সমস্ত লোকেদের পুষ্টি যথাযথ হয় না তারা ম্যালেরিয়ায় বেশি আক্রান্ত হন। ভারতবর্ষের মূলত মাংস ভক্ষণকারী মুসলিমরা, সাধারণগত নিরামিশাষী হিন্দুদের থেকে ম্যালেরিয়াতে কম আক্রান্ত হয়।

প্রাণী-প্রোটিন ভক্ষণের সঙ্গে জন্মহারেরও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যেসব দেশে খাদ্যে গড় প্রোটিন গ্রহণের মাত্রা বেশি, সেখানে জন্মহার কম। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হল—

Scanned by CamScanner

	দেশ	প্রাণী-প্রোটিন গ্রহণের মাত্রা (গ্রাম/জনে	জন্মহার (প্রতি হাজারে)
নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু	সুইডেন	63	15
	ডেনমার্ক	60	18
ক্রান্তীয় জলবায়ু	মালয়েশিয়া	8	33
	ভারত	7	35

জন্মহারের সঙ্গে আবার মানুষের জীবনযাত্রার মান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে খাদ্যাভ্যাস দ্বারা সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থাও নির্ধারিত হচ্ছে।

নোবেল জয়ী লর্ড বয়েড ওর (Lord Boyd Orr) ও **গিল্খস্** (Gilkhs)ও একই জিনিস লক্ষ্য করেছেন পূর্ব আফ্রিকার মেসাই ও কিস্কু উপজাতিদের মধ্যে। কিস্কু উপজাতিরা পেশায় কৃষিজীবী, ফলে খাদ্যে প্রেটিন

স্কটল্যান্ড

গ্রহণের মাত্রা কম অপরদিকে মেসাই উপজাতিরা পশুপালক হওয়ায় খাদ্যে প্রেটিনের মাত্রা বেশি। এর ফলে এই দুই উপজাতি পাশাপাশি একই পরিবেশে বসবাস করা সত্ত্বেও দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে ভিন্নতর (Lord Boyd Orr 1950, "The Food Problem", Scientific American, Vol. 183, No.2)। একই কারণে সোমালিয়ান, নেপালি, বাংলাদেশি ও ভিয়েতনামিদের দৈহিক কাঠামো দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী **ম্যাক ক্যারিসন** (Mac Carrison) দেখিয়েছেন অধিক প্রোটিন ভক্ষণকারী উত্তর ভারতের শিখদের দৈহিক কাঠামো দক্ষিণ ভারতের নিরমিশাষী তামিলদের থেকে অনেক উন্নত (Castro, 1952)। মেঘালয়ের মালভূমি এলাকায় খাসি জাতির খাদ্যাভাসে প্রেটিনের পরিমাণ খুব কম যা তাদের দুর্বল শারীরিক গঠন ও শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী।

রাশিয়ার ভৌগোলিকদের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণবাদের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। **মেচনিকোভ** (L. Mechnikov)-এর মতে, মানুষের সমাজ নদী দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হত। একই সঙ্গে তিনি এও

রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া)

বলেছেন যে মানুষও তার চারপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। **বারানস্কাই** (N. Baranskiy) 1926 সালে বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বস্তুগত উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদনের সম্পর্ক (relation of production) বা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে (Class Struggle) নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই উৎপাদনের সম্পর্কের দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক ও সমগ্র সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়। যদিও 1938 সালে **স্ট্যালিন** (Stalin) বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজের উন্নয়নের গতিকে বাড়াতে বা কমাতে পারলেও সামাজিক গঠনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে না। স্ট্যালিনের পরবর্তীকালে, 1956 সালে **প্লেখানোভ** (Plekhanov) বারানস্কাই-এর মতকে সমর্থন করে বলেন, পরিবেশ, উৎপাদনের উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে, উৎপাদনের উপাদান শ্রেণিসম্পর্ককে প্রভাবিত করে যা পরবর্তীকালে সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক গঠন দ্বারা সমাজব্যবস্থা তথা সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

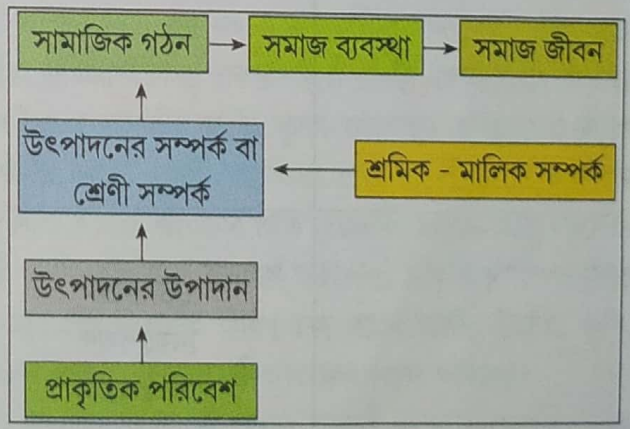

চিত্র 7.7 : প্লেখানোভের (Plekhanov, 1956) মতানুযায়ী সমাজব্যবস্থার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব।

Scanned by CamScanner

Flow Chart : নিয়ন্ত্রণবাদের ক্রম বিবর্তন

যুগ	মতবাদ	ভৌগলিক	
প্রাচীন যুগ 1200 B.C. – 500 A.D.	পরোমাদ্দেশ্যবাদ ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রণবাদের ব্যাখ্যা (Teleological Concept)	হেরোডোটাস হিপোক্রেটস্ অ্যারিস্টটল এরাটোস্থেনিস পসিডেনিয়াস থুসিডাইস জেনোফোন	গ্রিস
		স্ট্র্যাবো টলেমী	রোম
মধ্যযুগ 500 – 1100 A.D.		কর্ডিনাল আইলি সিলভিয়াস অ্যালবার্টস ম্যাগনাস	ইউরোপ
		অল-মাসুদি ইবন-হক্‌ল ইবন-বতুতা অল-ম্যাকডিসি অল-বিরুণী ইবন-সেনা ইবন-খালদুন মুকদ্দিমা	আরব
রেনেসাঁস যুগ 1400-1600 AD		ক্লুভেরিয়াস নাথিনিরুল কাপেন্টার	ইটালি ব্রিটিশ
অষ্টাদশ শতক		জিন বডিন মন্তেস্কু	ফ্রান্স
		ইমানুয়েল কান্ট স্টকিং	জার্মানি
ঊনবিংশ শতক	ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Geographic Determinism)	কার্ল রিটার হামবোল্ড	জার্মানি
		ফ্রেডরিক লে প্লে ডেমোলিনস্ ভিক্টর কাজিন	ফ্রান্স

Scanned by CamScanner

ডারউইনিয়ান যুগ বা ডারউইন প্রভাবিত যুগ	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি/ বিশ্লেষণ (Scientific Explanation)	ডারউইন, মরিস ডেভিস, হেকেল	আমেরিকা
		স্পেনসার	ব্রিটেন
		বাক্‌লে	ব্রিটেন
		র‍্যাটজেল	জার্মানি
		সলভেব, ক্লিচভস্কি	রাশিয়া
বিংশ শতাব্দী	পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ (Environmental Determinism)	ডেভিস, চার্চিল সেম্পল, হান্টিংটন, ডেক্সটর, ব্রিগহ্যাম	আমেরিকা
		ম্যাকিন্ডার	ব্রিটেন
		কার্ল ম্যাকে	ব্রিটেন
		পেত্রিক গেডেস	স্কটল্যান্ড
		লর্ড বয়েড ওর, ম্যাক ক্যারিসন	(আয়ারল্যান্ড)
		মেচনিকোভ, বারানস্কাই, প্লেখানোভ	রাশিয়া

7.1.2. নিয়ন্ত্রণবাদের সমালোচনা (Criticism of Determinism) :

আমেরিকায়, বিশেষত মানবীয় ভূগোলে, সামাজিক ডারউইনবাদ-এর সমালোচনা করা হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী প্রমুখরা সামাজিক ডারউইনবাদকে পরিত্যাগ করেন। অনেক ভৌগোলিক **ব্রিগহ্যাম** (Brigham)-এর মতানুসরণ করে চরম পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদকে পরিহার করেন। একই ভূমিরূপ ও জলবায়ু অধ্যুষিত এলাকাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠীর সমাবেশ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জম্মু-কাশ্মীরের কাশ্মীরিরা কৃষিজীবী কিন্তু বাকারওয়াল গোষ্ঠী যাযাবর, মেঘালয়ের নেপালি ও খাসি জাতি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়া ও বাঙালি জাতি, তুন্দ্রা জলবায়ুর এস্কিমো ও ল্যাপ গোষ্ঠী, মধ্য আফ্রিকায় শিকারী পিগমি ও কৃষিজীবী নিগ্রো গোষ্ঠী প্রভৃতিরা প্রায় সমপরিবেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের দৈহিক কাঠামো, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষার হার, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ভিন্ন ধরনের। প্রকৃতপক্ষে কোনো দুটি জাতি বা নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠী একই পরিবেশে বসবাস করলেও, প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ব্যবহার ঠিক একই রকম ভাবে কার্যকর করে না। এই ভিন্নতার কারণ হল মানবগোষ্ঠীর উন্নতি, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি একে অপরের থেকে পৃথক। এর ফলেই তাদের জীবনযাত্রার ধরণ আলাদা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ দর্শন আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা ও অন্যান্য নানা দেশে সমালোচিত হয়। সমালোচকরা নিয়ন্ত্রণবাদের একমুখী (শুধু পরিবেশ) দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা প্রভৃতির দৃঢ় সমালোচনা করেন (Kimble 1945, Cahanman 1948, English, 1968)।

Scanned by CamScanner

স্পেট (Spate) গোঁড়া নিয়ন্ত্রণবাদকে সমালোচনা করে বলেন, মানুষ ছাড়া পরিবেশকে গণ্য করা অর্থহীন (Spate, 1952)। তাঁর মতে, ভৌগোলিকদের উচিত মানুষের ওপর পরিবেশের মানসিক-শারীরিক প্রভাব এবং ওই মানবগোষ্ঠীর সামাজিক গঠন—এই দুয়ের পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা।

নিয়ন্ত্রণবাদ দর্শনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিরিখে সমালোচনা করা যায়—

(i) নিয়ন্ত্রণবাদে মানুষ-প্রকৃতির জটিল আন্তঃসম্পর্ককে সাধারণীকরণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(ii) পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদে মানুষের সংস্কৃতির বিষয়টিকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি (Ischenko, 1981)।

(iii) একই পরিবেশে ভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠীর অবদান লক্ষ্য করা যায় যার ব্যাখ্যা পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের দ্বারা করা যায় না।

(iv) প্রকৃতি যেমন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে যে প্রভাবিত করে তার বহু নিদর্শন রয়েছে।

(v) মানুষ-প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্কটি, শুধুমাত্র পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার না করে, মানুষের ওপর পরিবেশের মানসিক-শারীরিক প্রভাব ও ওই মানবগোষ্ঠীর সামাজিক গঠন—এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ এভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

(vi) হার্টশোর্ন (Hartshorne)-এর মতে, নিয়ন্ত্রণবাদ দর্শন মানুষের থেকে প্রকৃতিকে পৃথক করে দেখে যা ভূগোল বিষয়টির পরিপন্থী (Hartshorne, 1959)।

7.2. সম্ভাবনাবাদ
[Possibilism]

চরম নিয়ন্ত্রণবাদের প্রতিক্রিয়ারূপে সম্ভাবনাবাদ দর্শনের জন্ম যেখানে মানুষকে সক্রিয় রূপে গণ্য করা হয়। সম্ভাবনাবাদ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে **পরিবেশ মানুষের সামনে সুযোগ বা সম্ভাবনা** (Possibilities) **সৃষ্টি করে, মানুষ তার কুশলতা, সৃজনশীলতা অনুযায়ী সেই সুযোগের ব্যবহার করে।** মানবগোষ্ঠীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন আদিম মানবগোষ্ঠীর কাছে শুধুমাত্র 'ফলমূল সংগ্রহ'-ই ছিল জীবিকার একমাত্র সুযোগ। হাতিয়ার তৈরীর শেখার পর 'শিকার' তার কাছে জীবিকার অপর মাধ্যম হল, অর্থাৎ সুযোগ বৃদ্ধি পেল। এভাবে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, তার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী কুশলতার বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে জীবিকার নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হতে শুরু করল। অর্থাৎ, কোনো কিছুকে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে না, মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে বা কী ধরনের জীবিকা গ্রহণ করবে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি, কারিগরী দক্ষতা প্রভৃতির দ্বারা।

যদিও র‍্যাটজেল প্রদত্ত চরম নিয়ন্ত্রণবাদের সমালোচনা হিসেবে সম্ভাবনাবাদ দর্শনটি প্রতিভাত হয় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়, তবে এর অস্তিত্বের নিদর্শন বহু আগে থেকে পাওয়া যায়।

7.2.1. সম্ভাবনাবাদের প্রেক্ষাপট (Background of Possibilism) :

উনবিংশ শতকের পূর্ববর্তী যুগ

গ্রিস

প্লেটো (Plato) (428-348 BC) তাঁর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বলেন, মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে তা মানুষের কার্যাবলীর দ্বারা ক্রমশই পরিবর্তিত হতে থাকে। মৃত্তিকা ক্ষয়, ভূমির অবনমন প্রভৃতিকে তিনি মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির (material culture) ফলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে মানুষও ভূমিকা পালন করে—এই ধারণা প্রথম প্লেটোর কাছ থেকে পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner